তামকীনের প্রজন্ম

"আমাদের এই শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে আমরা নবুওয়তের আদলে প্রতিষ্ঠিত এ বরকতময় খিলাফাহর অবকাঠামোকে শক্তিশালী করবো, এবং সমগ্র কাফির জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো।" কথাগুলো কোন সিরাত ও মাগাযী সংক্রান্ত কিতাব থেকে চয়নকৃত নয়, কিংবা ইসলামী ইতিহাস থেকে বাছাইকৃত কোন দিগবিজয়ী কমান্ডারের বক্তব্য নয়। কথাগুলো উচ্চারিত হয়েছে দিগবিজয়ীদের বংশধর এবং অগ্রগামীদের উত্তরাধিকারী এক সিংহশাবকের মুখে, যে উলায়াত পশ্চিম আফ্রিকায় খিলাফাহর সিংহশাবকদের একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে সম্প্রতি পাশ করে বের হয়েছে। দাওলাতুল ইসলাম মুসলিমদের ইতিহাসের গৌরবময় ঘটনাগুলোর পুনরাবৃত্তি ঘটিয়েছে এবং স্মৃতির জগৎ থেকে বের করে হুবহু প্রথমবারের মতোই একে বাস্তবায়িত করেছে। এসব তারই ফসল।

ক্রুসেডাররা ভেবেছিল, ইরাক ও শামসহ অন্যান্য উলায়াতে খিলাফার সিংহশাবকদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোতে টনে টনে বোমা বর্ষন করে সেগুলোকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে তারা মুজাহিদগণের হৃদয়ে থাকা তাওহীদের অগ্নিশিখা নিষ্প্রভ করে ফেলেছে এবং খিলাফাহর সৈনিক ও কমান্ডারগণের রক্ত ও ছিন্নভিন্ন দেহখন্ড দ্বারা নির্মিত তাক্বওয়ার ভিত্তি ধ্বংস করে দিতে সক্ষম হয়েছে। তারা ধারণা করেছিল যে, তারা সেই শরিয়াহর আলো নিভিয়ে দিয়েছে, যার জন্যে ঈমান ও কুফরের শিবিরের মাঝে এ যাবৎকাল শতশত যুদ্ধ সংঘটিত হয়ে আসছে। কিন্তু আল্লাহ ﷻ তাঁর আলো পূর্ণ করেই ছাড়বেন; যদিও কাফির, ক্রুসেডার, মুরতাদ ও মুনাফিকরা তা অপছন্দ করে। আল্লাহ ﷻ বলেন: {তারা তাদের মুখের ফুঁৎকারে আল্লাহর আলোকে নিভিয়ে দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহ তা হতে দিবেন না, তিনি তাঁর আলো পূর্ণ করেই ছাড়বেন, যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে।} [তাওবাহ:৩২]

সাম্প্রতিক সময়ে দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক কাফির জোট এক তীব্র যুদ্ধ পরিচালনা করে। এতে তারা বর্বরোচিত বিমান হামলা চালিয়ে বসতবাড়ি ও দালানকোঠা সব ধ্বংসস্তুপে পরিণত করে এবং নারী-পুরুষ ও শিশুদের লাশে আকাশ-বাতাস ভারি করে তোলে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও আল্লাহর অনুগ্রহে ঈমান ও তাক্বওয়ার ভিত্তিকে ভেঙ্গে দিতে তারা ব্যার্থ হয়েছে। কেননা তাদের শক্তি-সামর্থ্য, জুলুম-অত্যাচার ও ভারী ভারী অস্ত্রশস্ত্র শুধুমাত্র শারিরীক কষ্টই দিতে পারে। তাওহীদের দুগ্ধ পানে হৃষ্ট-পুষ্ট ও ঈমানদ্বীপ্ত আত্মার কাছে পরাজিত হয় প্রতিটি ক্রুসেডার সমরাস্ত্র। ইহুদি-খ্রীষ্টানদের ক্ষেপণাস্ত্রগুলো তাদের শরীর ভেদ করে যায় কিন্তু তাদের অন্তরে অবস্থিত আকিদার দূর্গ ভেদ করতে পারে না। এমনই ইস্পাত-দৃঢ় দূর্গসমূহের উপর মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে দাওলাতুল ইসলাম। ফলশ্রুতিতে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর অঙ্কিত রেখাপথ ধরেই অবিচলভাবে সম্মুখপানে এগিয়ে চলছে এ রাষ্ট্র। যে পথে চলেছেন খুলাফায়ে রাশেদীন, এবং সমস্ত সাহাবা ও তাবেয়ীগণ। রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, ''রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি সরল রেখা টেনে আমাদেরকে বললেন: 'এটা হল আল্লাহর রাস্তা।' অতঃপর রেখাটির ডানে ও বামে আরও কতগুলি রেখা টেনে বললেন: 'আর এগুলো হলো অনেকগুলো ভিন্ন ভিন্ন রাস্তা; এসকল রাস্তার প্রত্যেকটির উপর একটি করে শয়তান রয়েছে, তারা লোকদেরকে এর দিকে আহ্বান করে।' অতঃপর তিনি পাঠ করলেন: {এবং এটি আমার(আল্লাহর) সরল-সঠিক পথ। সুতরাং তোমরা এর অনুসরণ কর এবং অন্যান্য পথ অনুসরণ করো না, তাহলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে দূরে সরিয়ে দিবে।} [আল-'আন'আম:১৫৩]'' [ঈমাম আত-তিরমিযী হাদিসটি বর্ণনা করেন এবং সহীহ বলে আখ্যায়িত করেন]

খিলাফাহর সৈনিক ও কমান্ডারগণ আজ রাসূলের অঙ্কিত সেই সরল পথেই চলছেন। এবং তাদের পর তাদের পদচিহ্ন অনুসরণ করে খিলাফাহর সিংহশাবক ও ঈমানের মুকুলেরাও এ পথে চলবে। তারা হলো উৎকৃষ্ট বীজ হতে সৃষ্ট উৎকৃষ্ট তামকীনের প্রজন্ম, যাদের পরিচর্যা করা হয়েছে তাওহীদের স্বচ্ছ ঝর্ণাধারার পানি দ্বারা।

আমরা কথা বলছি সেই তামকীনের প্রজন্মকে নিয়ে, যাদেরকে নির্মূল করে দিতে উদ্যত হয়েছিল দাম্ভিক পশ্চিমা গোষ্ঠী আর তাদের ইহুদি সাঙ্গপাঙ্গরা। এই লক্ষ্যে তারা ধ্বংসযজ্ঞ চালায় একাধারে মসুল, ফাল্লুজাহ, রাক্কা, বারাকাহ, খাইর, মারাভী, সিরত, সিনাই ও বাগুযসহ আরো বহু জায়গায়। আর এ তালিকা এখনও দীর্ঘায়িত হচ্ছে। কিন্তু অপরদিকে জমিনের অন্য প্রান্তে একই বীজের অঙ্কুরোদগম দেখা গেলো এবং তা ডালপালা গজিয়ে ফলবান বৃক্ষে পরিণত হলো।

খিলাফাহর সৈনিকদের সাম্প্রতিক যুগের মহাযুদ্ধগুলোতে, বিশেষ করে ঈমান ও অবিচলতার ভূমি বাগুযের যুদ্ধে তামকীনের প্রজন্ম ও খিলাফাহর চারাসমূহের নিদর্শন চমৎকারভাবে উদ্ভাসিত হয়। সম্মানের বংশধর ও গৌরবের অবশিষ্টাংশ এই সিংহশাবকদের মাঝে ইয়াসিরের পরিবারের ন্যায় সাহসীকতা, দৃঢ়তা ও অবিচলতার পুনারাবৃত্তি হতে দেখে জ্ঞানীরা বার বার ফিরে তাকায় অবাক বিস্ময়ে।

ক্যামেরায় ধারণকৃত বাগুযের কিছু দৃশ্যে দেখা যায়, যুদ্ধের চরম বিভীষিকাময় পরিস্থিতির মধ্যেও খিলাফাহর আরব-অনারব সিংহশাবকেরা ভরপুর উদ্দীপনার সাথে জামাতে সালাত কায়েম করছে এবং সুস্পষ্ট ভাষায় তাওহীদের ঘোষণা দিচ্ছে, যার শিক্ষা তারা পেয়েছে খিলাফাহর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গুলোতে। আমাদের যমানায় এগুলো এতই বিরল ও অস্বাভাবিক যে, ভিডিও প্রমাণ না থাকলে বহু মানুষ এগুলোকে মিথ্যা ও বানোয়াট বলে উড়িয়ে দিতো। যেভাবে সাহাবী ও তাবেয়ীদের প্রজন্মের বহু ঘটনা তারা অবাস্তব আখ্যায়িত করে উড়িয়ে দেয় কিংবা সেগুলোর সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে। তার চেয়ে বড় কথা হলো, এখানে আল্লাহর পরিকল্পনা ও কাফিরদের বিরুদ্ধে তাঁর সুকৌশল পরিলক্ষিত হয়। কেননা, দৃশ্যগুলো বেশির ভাগ স্বয়ং কাফিরদের মিডিয়া কর্তৃক ধারণকৃত। কাফিরদের মিডিয়াসমূহের মাধ্যমেই আল্লাহ ﷻ বিশ্ববাসীকে এই ভীতিপ্রদ দৃশ্যগুলো দেখালেন, যেখানে ফুটে উঠে এই অনুপম প্রজন্মের বিরত্ব ও সাহসীকতাপূর্ণ অবস্থান। ফলে তাদের ধারণকৃত দৃশ্যগুলো তাদেরই বিপক্ষে সত্যের সাক্ষি হয়ে থাকলো। এটিই হলো সেই তামকীনের প্রজন্ম, আল্লাহর ইচ্ছায় যে প্রজন্ম সমস্ত ক্রুসেডার রাষ্ট্র ও মুরতাদ সরকারগুলোর ঘুম কেঁড়ে নিয়েছে। এই প্রজন্মকে তারা নাম দিয়েছে "টাইম বোম"। এই প্রজন্ম শুধু কুর'আন-সুন্নাহর নির্মল ঝর্ণাধারার পানি ব্যাতিত অন্য কিছু দ্বারা তৃষ্ণা নিবারণ করেনি। আল্লাহর ইচ্ছায় এই প্রজন্মের হাতে কাফিররা যে করুণ পরিণতি ভোগ করতে যাচ্ছে, হয়তো তারই পূর্বাভাস বহন করে এই "টাইম বোম" বিশেষণটি।

তীব্র যুদ্ধ ও সংঘাত সত্ত্বেও মহান আল্লাহর তাওফীক ও হিদায়েতে দাওলাতুল ইসলামের আমিরগণ এই প্রজন্ম তৈরী করার জন্য সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। অতঃপর তামকীনপ্রাপ্ত প্রতিটি ভূখণ্ডে তারা খিলাফাহর সিংহশাবকদের জন্য ইনস্টিটিউট ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চালু করেন। ফলে তৈরী হলো এমন এক প্রজন্ম, বিকৃতিকারীদের বিকৃত মানহাজ, বিদা'আতীদের বিদ'আত, আইন প্রণেতাদের গণতন্ত্র কিংবা উদভ্রান্ত জঞ্জালদের বাতিল আহ্বানে যাদের ফিতরাত কলুষিত হয়নি। এমন এক প্রজন্ম, যারা বেড়ে উঠেছে আল্লাহর জন্য মিত্রতা এবং আল্লাহর জন্য শত্রুতা, "ওয়ালা ও বারা"র উপর। এই প্রজন্ম সূরা তাওবাহ ও সূরা আনফালের প্রজন্ম। বহু পাহাড় যেখানে ধ্বসে গেছে, বহু পুরুষ যেখানে হার মেনেছে, সেখানেই দৃঢ়পদে অবিচল দাঁড়িয়ে ছিলো এ প্রজন্ম। এটি এমন এক প্রজন্ম, যাদেরকে আল্লাহ ﷻ নিজ অনুগ্রহে প্রস্তুত করছেন বাতিলের শিবিরের বিরুদ্ধে সত্যিকার যুদ্ধে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য, সে যুদ্ধ বিশ্বের যে প্রান্তেই হোকনা কেন। কোন মেকি-কপটাচারী যুদ্ধের জন্য নয়, যা মাটির টান ও সীমানাপ্রাচীরে আবদ্ধ ও শিথিল হয়ে যায়। এটি এমন এক প্রজন্ম, যা কুর'আন ও হাদিসে বর্ণিত মহাযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। এটি এমন এক প্রজন্ম, যারা বলে: ''বন্দীদের মুক্ত করা, মাসজিদুল আকসা ও হারামাইন পুনরুদ্ধার করা এবং রোম ও আন্দালুস বিজয়ের একমাত্র পথ হলো জিহাদ।''...এটি এমন এক প্রজন্ম, যা প্রথম দিন থেকেই কথায় ও কাজে পরিপূর্ণ তাওহীদের উপর বেড়ে উঠেছে। ফলে দেশাত্মবাদ, জাতীয়তাবাদ, শান্তিবাদ কিংবা কোনো অসার চিন্তা-চেতনার কালো ধোঁয়া তাদেরকে স্পর্শ করেনি। এ প্রজন্ম বিশ্বাস করে, তাওহীদই হলো সবচেয়ে বড় স্বার্থ(মাসলাহা)। আর শির্কই হলো সবচেয়ে বড় অনিষ্ট(মাফসাদা)। এ প্রজন্ম সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তাদেরই এক কর্ণধার বলেন: "হে ক্রুসেডাররা! তোমরা এমন এক জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছো, যারা তোমাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছে এমন এক প্রজন্ম, যারা লাঞ্ছনা ও বশ্যতার অর্থ জানে না। যারা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ ছাড়া আর কিছু বুঝে না; হয় বিজয় নয়তো শাহাদাহ।"

ইরাক ও শামসহ বহু অঞ্চলে ক্রুসেডাররা ইয়াসির, আম্মার ও সুমাইয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমদের বংশধরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে এবং বিভীষকাময় ক্যাম্পসমূহে তাদেরকে বন্দী করে রেখেছে। কিন্তু আল্লাহ ﷻ তাদের কর্ম বিনষ্ট হতে দেননি। তাদের কুরবানীর ফল ধরেছে সুদূর আফ্রিকাতে। সেখানে বিলাল ইবনে রাবাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর উত্তরাধীকারীরা উঠে দাঁড়িয়েছে এবং বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা দিয়েছে: ''আমাদের পূর্ব পুরুষরা যার উপর বেঁচে ছিলেন, আমরাও তা-ই আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকবো। আর তা হলো: দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম এবং ইসলামী খিলাফাহ বিনির্মাণ। তারা যার উপর মৃত্যুবরণ করেছে আমরা তার উপরই মৃত্যুবরণ করবো। আমাদের ক্ষতবিক্ষত দেহাবশেষ দ্বারা যেন তৈরি হয় এই খিলাফাহর অবকাঠামো।"

তামকীনের প্রজন্মের এই তুফান আফ্রিকার সীমান্তের মধ্যেই থেমে যাবে না। ইতিপূর্বে যেমন ইরাক ও শামের সীমানায় তা থেমে যায়নি। এই তুফান বিশ্বের এক রাষ্ট্র থেকে অন্য রাষ্ট্রে, এক অঞ্চল থেকে আরেক অঞ্চলে আঘাত হানবে। এই অভিজাত সিংহশাবকেরা তাওহীদের

কুঠারাঘাতে তাগুত ও উলামায়ে সূ-দের রোপনকৃত শির্কের বৃক্ষরাজির মূলোৎপাটন করবে।ইসলামের সম্প্রসারণ অব্যাহত থাকবে এর বীর সৈনিকদের হাত ধরে, যারা এর জন্য উৎসর্গ করেছেন নিজেদের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদটি। দ্বীনের কোনো ধরনের সম্ভ্রমহানি তারা মেনে নেননি। অতঃপর গোটা দুনিয়া তাদের বিরুদ্ধে একজোট হয়েছে। কেননা তারা আঁকড়ে ধরেছেন আল্লাহর নাযিলকৃত ওয়াহির মানহাজ ও তার শিক্ষাসমূহ। এর উপর ভিত্তি করেই তারা মিত্রতা ও শত্রুতা করেছেন। এর নির্দেশ মোতাবেক যুদ্ধ করেছেন এবং এর নির্দেশিত সরল পথে চলেছেন। অতঃপর তাদের অগ্রবাহিনী ইরাক ও শামের ভূমি থেকে পৌঁছে গেছে আফ্রিকা ও পূর্ব এশিয়ায়। এবং ''এ দ্বীন সম্প্রসারিত হবে ততদূর পর্যন্ত, যতদূর পর্যন্ত রাত ও দিন পৌঁছায়।'' এই হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুসংবাদ। এই হলো মুমিন বান্দাদের প্রতি আল্লাহ তা 'আলার ওয়াদা। আর আল্লাহ স্বীয় ওয়াদার খেলাফ করেন না।